সুজন ই-সংবাদ

আসুন সবাই মিলে শপথ করি করোনা ভাইরাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়ি

সংখ্যা-৩১ | ৫ জুলাই, ২০২০

সম্পাদকীয়:

বর্তমানে জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত আইন ‘গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ’-এ রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধানাবলী সন্নিবেশিত রয়েছে। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন এই অংশটিকে ‘গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ’ থেকে বাদ দিয়ে, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন সংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। খসড়াটিতে বিদ্যমান 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ' অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে প্রতিটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সকল স্তরের কমিটিতে ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য রাখার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, নির্বাচন কমিশন তার সময়সীমা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করেছে। এ বিষয়ে সুজন-এর প্রতিক্রিয়া তুলে ধরার জন্য একটি অনলাইন সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উক্ত সংবাদ সম্মেলনের প্রতিবেদন নিয়েই প্রকাশিত হলো এবারের ই-নিউজ লেটার।

সুজন-এর উদ্যোগে ‘রাজনৈতিক দলে নারীর অংশগ্রহণ: নির্বাচন কমিশনের অবস্থান ও সুজন-এর বক্তব্য’ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত দি রিপ্রেজেন্টেশন অব দি পিপলস অর্ডার ১৯৭২-এর ৬-ক অধ্যায়ে উল্লেখিত 'কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন' শিরোনামের অধীনে ন্যস্ত ধারাসমূহ রহিত করে 'কমিশনে রাজনৈতিক দলসমুহের নিবন্ধন আইন, ২০২০' শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যেই আইনটির খসড়া ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। খসড়াটি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, বিদ্যমান গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সকল স্তরের কমিটিতে ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ নারীকে সদস্য রাখার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, নির্বাচন কমিশন তার সময়সীমা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করেছে।

এ বিষয়ে সুজন এর বক্তব্য তুলে ধরার জন্য গত ২ জুলাই, ২০২০ একটি অনলাইন সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংগঠনটির কোষাধ্যক্ষ জনাব সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনটির নির্বাহী সদস্য ড. শাহদীন মালিক, সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, প্রফেসর মুহাম্মদ সিকান্দার খান (চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি), জনাব সফিউদ্দিন আহমেদ (রাজশাহী জেলা কমিটির সভাপতি) ও প্রকৌশলী মুজবাহ আলীম (ঢাকা জেলা কমিটির সভাপতি) এবং ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী জনাব মুর্শিকুল ইসলাম শিমুল। প্রশ্ন করেন দৈনিক যুগান্তরের প্রতিনিধি কাজী জেবেল আহমেদ।

দিলীপ কুমার সরকার তাঁর লিখিত বক্তব্যে বলেন, নাগরিক সংগঠন সুজন মনে করে, নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সকল স্তরের কমিটিতে ২০২০ সালের মধ্যে ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ নারীকে সদস্য রাখার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তার সময়সীমা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব নির্বাচন কমিশনের মত একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের জন্য আত্মঘাতী। কেননা মানুষের প্রত্যাশা যখন একটি স্বাধীন, সাহসী ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের; তখন নির্বাচন কমিশন এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদেরকে দুর্বল করছে- খেলো করছে। এটা একদিকে যেমন রাজনৈতিক দলের কাছে নির্বাচন কমিশনের নতজানু মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ; তেমনি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ তথা নারীর ক্ষমতায়নের পরিপন্থী।

তিনি বলেন, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এবং প্রস্তাবিত আইনের খসড়ার বর্ণনায় পার্থক্য হলো, "এই লক্ষ্যমাত্রা পর্যায়ক্রমে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে অর্জন করিতে হইবে"-এর স্থলে "কমিশনে প্রদেয় বার্ষিক প্রতিবেদনে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিবরণী অন্তর্ভ‚ক্ত করিতে হইবে।" এই পার্থক্যের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, যে লক্ষ্যমাত্রা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহকে ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে অর্জন করার বাধ্যবাধকতা ছিল, তা না করলেও চলবে। তার পরিবর্তে বার্ষিক প্রতিবেদনে এই লক্ষ্যমাত্রা কতটুকু অর্জিত হয়েছে তার বিবরণ দিতে হবে।

তিনি আরো বলেন, 'কমিশনে রাজনৈতিক দলসমুহের নিবন্ধন আইন, ২০২০'-এর খসড়ায় উল্লেখিত আর একটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তা হচ্ছে নিবন্ধন প্রাপ্তির শর্তাবলি। আইনের খসড়ায় এমনভাবে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী যে কোনো দুটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে, কোনো নতুন দলের জন্য নিবন্ধন পাওয়া সম্ভব হবে না। সুজন মনে করে নতুন দলের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নতুন আইনের খসড়ায় উল্লেখিত প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। নিবন্ধনের পূর্বশর্তগুলো খুব বেশি কড়াকড়ি না করে বরং কিছুটা শিথিল রাখা উচিত- যাতে নতুন রাজনৈতিক শক্তির উন্মেষের পথ খোলা থাকে।

তিনি বলেন, আমরা নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহবান করবো এই আপোসকামিতার মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসার। কমিশনকে মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করাই তাদের মূল কাজ; কোনো রাজনৈতিক দল বা সরকারের স্বার্থরক্ষা কমিশনের কাজ নয়। আর অন্যান্যদের মত আমরাও মনে করি নির্বাচন কমিশনের নতুন প্রস্তাব গৃহীত হলে, তা নারীর ক্ষমতায়ন বিরোধী রাজনৈতিক দল ও ধর্মান্ধ মৌলবাদী গোষ্ঠীকে উৎসাহিত করবে। পক্ষান্তরে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলে, তা কালোটাকা ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

লিখিত বক্তব্যের উপসংহারে বলা হয়, নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার সমতা, নারী-পুরুষের ন্যায়ভিত্তিক সমানাধিকার যখন জাতীয় এজেন্ডা হিসেবে পরিগণিত এবং দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে নারীরা যখন রাষ্ট্রের নেতৃত্বে; সেই সময়, সেই দেশের নির্বাচন কমিশনের এমন নারী বিদ্বেষী আচরণ আমরা প্রত্যাশা করি না। নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হবে। এক্ষেত্রে বড়জোর তারা রাজনৈতিক দলসমূহকে সকল কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ২ বছর সময় বেঁধে দিতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্বাচন কমিশন জনগণের কাছে দায়বদ্ধ, কোনো দলের কাছে নয়। এই আইনটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য কি জনস্বার্থ না রাজনৈতিক দলের স্বার্থ এটাই আমার কাছে বড় প্রশ্ন। রাজনৈতিক দল যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে লক্ষ্য হওয়া উচিত দলগুলোকে গণতান্ত্রিক করা। বর্তমান নির্বাচন কমিশন দীর্ঘদিন ধরেই জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করে আসছে, নানা অপকর্ম করে আসছে। আমি মনে করি এই আইনটা এই অপকর্মেরই ধারাবিহকতার অংশ।

সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবি ড. শাহদীন মালিক বলেন, ‘আমাদের জাতীয় জীবনে এমন উদ্ভট, বিবেচনাহীন সব বিষয় সামনে আসে, এসব নিয়ে সুস্থভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো কঠিন। একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান যদি মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় তখন কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবো। নির্বাচন কমিশন এখন আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্যোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমিশন জাতির অগ্রগতির পথে অনেক বড় অন্তরায় হয়ে আবির্ভূত হয়েছে। নিবন্ধিত দলগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে আইন বাতিলের অবাস্তব প্রস্তাব দিয়েছে। যা অযোগ্যতা, অদক্ষতা, মেরুদণ্ডহীনতার পরিচয়।‘

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, ‘এই উদ্যোগ চরম আপত্তিকর, অগণতান্ত্রিক, অগ্রহণযোগ্য এবং সংবিধানবিরোধী। একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কীভাবে জনগণের অধিকার চর্চা সংকুচিত করার মতো উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে আমার কাছে পরিষ্কার না। আমি বলব এটা একটি অগ্রহণযোগ্য সংস্থার চরম অগ্রহণযোগ্য একটি কাজ। এর ফলে আমাদের ন্যূনতম গণতন্ত্র চর্চার সুযোগও থাকবে না।‘

সভাপতির বক্তব্যে সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ বলেন, ‘জাতীয় জীবনে করোনার মতো একটা দুর্যোগ চলাকালীন এরকম একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরকম একটি আইন প্রণয়ন করতে হলে সকল দলে সাথে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কমিশনের স্বচ্ছতা ও জবাদিহীতা নিশ্চিতকরণে ঘাটতি আছে বলে আমার মনে হয়।‘

আপনার স্বাস্থ্য, আপনার দায়িত্ব

সম্পাদক: ড. বদিউল আলম মজুমদার
নির্বাহী সম্পাদক: দিলীপ কুমার সরকার
কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সোহেল রানা
প্রকাশনায়: সুজন সচিবালয়
আইটি ইউনিট প্রডাকশন

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক

shujan.org | votebd.org
facebook.com/shujan.bd

হেরাল্ডিক হাইটস, ২/২, মিরপুর রোড, (লেভেল-৪)
বক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭।
ফোন: ৯১৩-০৪৭৯, ৯১২-২০৮৬

সংবাদ সম্মেলনের প্রতিবেদনটি লিখেছেন তরুণ গবেষক আনোয়ার ফরহাদ।